তারিখ ... ২০।৫।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৮ ...

দৈনিক বাংলা

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স দু'বছর মেয়াদী হবে

সরকার প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ উন্নত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন থেকে এদের বর্তমান পাঠক্রমের মেয়াদ হবে এক বছরের পরিবর্তে দু'বছর। গতকাল সরকারী মহল একথা জানান।

বাসসর খবরে বলা হয়, এ নয়া কর্মসূচী আগামী সেপ্টেম্বর থেকে দেশের ৪৯টি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে (পিটিআই) চালু হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উন্নয়ন, উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা বাড়ানোই এ কর্মসূচীর লক্ষ্য।

নয়া কর্মসূচী চালুর মৌলিক উদ্দেশ্য হলো একই ধরনের ও উন্নততর শিক্ষার উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও ভবিষ্যতে তাদের চাকরির উন্নতির সুবিধা দেয়া।

দু'বছর মেয়াদী নয়া শিক্ষাসূচী চালু হলে পিটিআই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এইচএসসির সমমানের সার্টিফিকেট পাবেন। এর ফলে তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরির সুবিধা ছাড়াও স্নাতক ডিগ্রীতে ভর্তি হবার সুযোগ পাবেন। সরকারী মহল অবশ্য স্পষ্টভাবে জানান যে নয়া কর্মসূচী কোনক্রমেই একবছর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ক্ষতি করবে না।

নয়া পাঠক্রম প্রাথমিক শিক্ষক, পেশায় অধিকতর মেধাবী লোকদের আকৃষ্ট এবং তাদের শিক্ষাগত পটভূমি ও শিক্ষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সংযোগ সাধন করে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন করবে।

জাতীয় পাঠক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র (এনসিডিসি) নয়া কর্মসূচীর পাঠ্য নির্ঘন্ট প্রণয়ন করছে। এনসিডিসি আগামী মাসের মধ্যেই এ পাঠ্য নির্ঘন্ট চূড়ান্ত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরীক্ষা নেয়া এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ও ঠিক করা হচ্ছে।

অনেক আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট সকল মহল শিক্ষায় একবছরের প্রশিক্ষণকে অপ্রতুল বলে মনে করে আসছেন। ১৯৭৪ সালের

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষক

(১ম পৃঃ পর)

শিক্ষা কমিশন ও ১৯৭৫-৭৮ সালের জাতীয় পাঠ্যনির্ঘন্ট ও পাঠক্রম উন্নয়ন কমিটি এ শিক্ষা কোর্সের মেয়াদ এক থেকে দু'বছর করা এবং একে এইচএসসির সমমর্যাদা দেয়ার সুপারিশ জানিয়েছিল। নয়া কর্মসূচীতে ভর্তি হবার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এসএসসি দ্বিতীয় বিভাগ।

সরকারী মহল বলেন, এর আগে এক বছর প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হবার জন্য পুরুষদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল এইচএসসি এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে এসএসসি। ফলে এ সার্টিফিকেট কোর্সে কোন সামঞ্জস্য এবং উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না।

এর আগেও দু'বছর মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ইন এডুকেশন (আই-এড কোর্স) চালু করা হয়েছিল। কিন্তু সে সময় প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারী চাকুরে না হওয়ায় এবং তারা সরকারী বেতন স্কেল পাওয়ায় খুব কম লোকই এ কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও বেতন অত্যন্ত কম হওয়ায় খুব কম লোকই প্রাথমিক শিক্ষক হতে আগ্রহ বোধ করতো।

এ নয়া উন্নত প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রশিক্ষণ ও সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণের সুবিধা প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে চাকরির নিশ্চয়তা এবং চাকরিতে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা সৃষ্টি করবে।

নয়া কর্মসূচীর অধীনে টার্নওভার ভ্যাকেন্সির ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের (বিটিআই) ছাত্ররা মাসে ১৫০ হারে বৃত্তি পাবে। মোট ছাত্রের অর্ধেক হবে চাকরিরত শিক্ষক এবং বাকী অর্ধেক নেয়া হবে বাইরে থেকে।

স্টাইপেন্ড প্রাপ্ত ছাত্রদের অন্য পেশা গ্রহণ অথবা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের আগে পাঁচ বছর সরকারী চাকরি করতে হবে।

বর্তমানে দেশে ৪৩ হাজার ৬৬৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে ৩৬ হাজার ৬৬৮টি সরকারী এবং অবশিষ্ট সাত হাজার বেসরকারী। দেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের সংখ্যা—বেসরকারী স্কুলসমূহের আনুমানিক ৩০ হাজার ছাড়া এক লাখ ৫৭ হাজার ৪০ জন।

হিসাবে দেখা যায়, মৃত্যু, অবসর গ্রহণ ইত্যাদি কারণে প্রতিবছর প্রায় আট হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের পদ খালি হয়।

পুরনো কোর্সে পিটিআইগুলোতে ন'হাজার শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু নয়া দু'বছরের কোর্সে প্রতিবছর সাড়ে চার হাজার ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে।

এ ঘাটতি পূরণে প্রতিটি ইন্সটিটিউটের ছাত্রভর্তি ক্ষমতা পর্যায়ক্রমে ২০০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০ করা হবে। অন্যান্য কলেজেও প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে বলে সরকারী মহল জানান।